গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৬১

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪২৭
২৩ এপ্রিল ২০২০

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পবিত্র মাহে রমজান মাসের তারাবীহ নামাজ ঘরে আদায় করার নির্দেশ।**

আসন্ন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস ভয়াবহ মহামারী আকার ধারণ করায় বাংলাদেশে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম জনসাধারণ-কে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন এবং জুমার নামাজে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন মুসল্লীর উপস্থিতিতে নামাজ আদায় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে গত ০৬.০৪.২০২০ তারিখে ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৪৮ নম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পূর্বের বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় নিম্নরুপ নির্দেশনা জারি করা হলো।

১.আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানে এশার জামায়াতে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিব, খাদিম এবং ০২ জন হাফেজসহ সর্বোচ্চ ১২ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এশার জামায়াত শেষে এ ১২ জনই মসজিদে তারাবীহ'র নামাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যান্য মুসল্লীগণ নিজ নিজ ঘরে এশা ও তারাবীহ নামাজ আদায় করবেন। সকলেই ব্যক্তিগতভাবে তিলাওয়াত, যিকির ও দু'আর মাধ্যমে মহান আল্লাহর রহমত ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করবেন।

২. প্রত্যেকের মধ্যে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করার স্বার্থে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইফতার মাহফিলের আয়োজন বা যোগদান করতে পারেবন না।

৩. উল্লিখিত নির্দেশনা লংঘিত হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ নির্দেশ জারি করা হলো।

২৩-৪-২০২০
দেলোয়ারা বেগম
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সিনিয়র সচিব, ..., মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫) পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৬) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭) সচিব.........................., মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৮) প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৯) মহাপরিচালক, ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয় (বিজ্ঞপ্তিটি সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ায় প্রচারের অনুরোধসহ)
১১) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৫) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)
১৬) উপ-মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (সকল রেঞ্জ)
১৭) প্রাধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
১৮) জেলা প্রশাসক (সকল)
১৯) পুলিশ সুপার, (সকল)
২০) পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২৩) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২৪) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৫) সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৬) পরিচালক/উপ-পরিচালক, সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২৭) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)

২৮) অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা। (উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধসহ)

২৯) সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩০) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

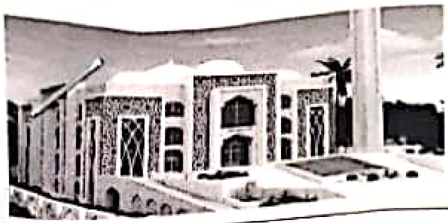

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

(প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়

ময়মনসিংহ জেলার

পবিত্র মাহে রমজানের সাহ্‌রি ও ইফতারের সময়সূচি

পবিত্র মাহে রমযান ১৪৪১ হিজরী, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৪৪১ হিজরী রমাযান	২০২০ খ্রিস্টাব্দ এপ্রিল/মে	বার	সাহরির শেষ সময়	ফজরের ওয়াক্ত শুরু	ইফতারের সময়
রহমতের ১০ দিন					
০১	২৫ এপ্রিল	শনিবার	০৪.০২	০৪.০৮	৬.২৯
০২	২৬ এপ্রিল	রবিবার	০৪.০১	০৪.০৭	৬.৩০
০৩	২৭ এপ্রিল	সোমবার	০৪.০০	০৪.০৬	৬.৩০
০৪	২৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৩.৫৯	০৪.০৫	৬.৩০
০৫	২৯ এপ্রিল	বুধবার	০৩.৫৮	০৪.০৪	৬.৩১
০৬	৩০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৩.৫৭	০৪.০৩	৬.৩১
০৭	০১ মে	শুক্রবার	০৩.৫৬	০৪.০২	৬.৩২
০৮	০২ মে	শনিবার	০৩.৫৫	০৪.০১	৬.৩২
০৯	০৩ মে	রবিবার	০৩.৫৪	০৪.০০	৬.৩৩
১০	০৪ মে	সোমবার	০৩.৫২	০৩.৫৭	৬.৩৩
মাগফিরাতের ১০ দিন					
১১	০৫ মে	মঙ্গলবার	০৩.৫১	০৩.৫৭	৬.৩৪
১২	০৬ মে	বুধবার	০৩.৫০	০৩.৫৬	৬.৩৪
১৩	০৭ মে	বৃহস্পতিবার	০৩.৪৯	০৩.৫৫	৬.৩৫
১৪	০৮ মে	শুক্রবার	০৩.৪৮	০৩.৫৪	৬.৩৫
১৫	০৯ মে	শনিবার	০৩.৪৭	০৩.৫৩	৬.৩৬
১৬	১০ মে	রবিবার	০৩.৪৭	০৩.৫৩	৬.৩৬
১৭	১১ মে	সোমবার	০৩.৪৬	০৩.৫২	৬.৩৭
১৮	১২ মে	মঙ্গলবার	০৩.৪৬	০৩.৫২	৬.৩৭
১৯	১৩ মে	বুধবার	০৩.৪৫	০৩.৫১	৬.৩৭
২০	১৪ মে	বৃহস্পতিবার	০৩.৪৫	০৩.৫১	৬.৩৮
নাজাতের ১০ দিন					
২১	১৫ মে	শুক্রবার	০৩.৪৪	০৩.৫০	৬.৩৮
২২	১৬ মে	শনিবার	০৩.৪৪	০৩.৫০	৬.৩৯
২৩	১৭ মে	রবিবার	০৩.৪৩	০৩.৪৯	৬.৩৯
২৪	১৮ মে	সোমবার	০৩.৪৩	০৩.৪৯	৬.৪০
২৫	১৯ মে	মঙ্গলবার	০৩.৪২	০৩.৪৮	৬.৪০
২৬	২০ মে	বুধবার	০৩.৪১	০৩.৪৭	৬.৪১
২৭	২১ মে	বৃহস্পতিবার	০৩.৪১	০৩.৪৭	৬.৪১
২৮	২২ মে	শুক্রবার	০৩.৪০	০৩.৪৬	৬.৪২
২৯	২৩ মে	শনিবার	০৩.৪০	০৩.৪৬	৬.৪৩
৩০	২৪ মে	রবিবার	০৩.৩৯	০৩.৪৫	৬.৪৩

রোযার পরিচিতি :

সাউম আরবি শব্দ অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। ইসলামী বিধান অনুসারে প্রতিটি সুস্থ-সবল মুসলমানের জন্য রমযান মাসে প্রতি দিন রোজা রাখা ফরজ বা অবশ্য পালনীয়।

রোযার নিয়ত :

نويت ان اصوم غدا من شهر رمضان المبارك فرضا لك يا الله فتقبل مني انك انت السميع العليم

ইফতারের দোয়া :

اللهم لك صمت و على رزقك و افطرت برحمتك يا ارحم الراحمين

রোযা ভঙ্গের কারণ সমূহ:

১. ইচ্ছাকৃত পানাহার করা। ২. স্বামী স্ত্রী সহবাস করা। ৩.কুলি করার সময় হলকের নিচেপানি চলে গেলে (অবশ্য রোযার কথা স্মরণ না থাকলে রোযা ভাঙ্গবে না)। ৪. ইচ্ছাকৃত মুখভরে বমি করলে। ৫. নেসা গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ঔষধ বা তৈল প্রবেশ করালে। ৬. জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে। ৭. ইনজেকশন বা স্যালাইনের মাধ্যমে পুশ করলে। ৮. কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে। ৮.সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সূর্যাস্ত হয়নি। ০৯. দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দব্য গিলে ফেললে। ১০. ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোঁয়া গ্রহন করলে। ১১. মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে। ১২. রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে এ অবস্থায় কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রী সহবাস অথবা পানাহার করে তবে কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কাফফারার মাসআলা অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের থেকে জেনে নিবেন।

রোজার ফজিলত :

আল্লাহ তা'আলা বলেন: রোজা আমার নিজস্ব এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই। রোযা পালনকারী একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে থাকে।

রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণ সমূহ :

১. অনাবশ্যক কোন জিনিস চিবানো বা কোনো দ্রব্য মুখে দিয়ে রাখা। ২. গড়গড় করা বা নাকের ভেতরে পানি টেনে নেয়া কিন্তু পানি যদি নাক দিয়ে গলায় পৌছে যায়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। ৩. ইচ্ছাকৃত মুখে থুথু জমা করে গলাধ:করণ করা। ৪. গীবত, গালা-গালি ও ঝগড়া-ফাসাদ করা। ৫. সারাদিন নাপাক অবস্থায় থাকা। ৬. অস্থিরতা ও কাতরতা প্রকাশ করা। ৭. কয়লা চিবিয়ে অথবা পাউডার, পেস্ট ও মাজন ইত্যাদি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা।

ইতিকাফ :

রমাজ শরীফে শেষ দশদিন ইতিকাফ করা সুন্নতে মোয়াকাদ্দা কিফায়া। রাসুল্লাহা (সা:) রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফ অবস্থায় পেশাব, পায়খানা ও ফরজ গোসল ব্যতিত অন্য কোন কারণে মসজিদের সিমানার বাইরে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়।

দু:স্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন
সরকারি যাকাত ফান্ডে যাকাত দিন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়, ৪/২, নাসিরাবাদ কলেজ রোড, আকুয়া, ময়মনসিংহ।

E-mail : mymensinghif@gmail.com

করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদে থাকার জন্য সরকারি বিধি-নিষেধ মেনে চলি।